শব্দ প্রমাণ

ন্যায়দর্শন স্বীকৃত প্রমাণগুলির মধ্যে অন্যতম হল শব্দ প্রমাণ। ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতম তাঁর ন্যায়সূত্রগ্রন্থে শব্দ প্রমাণ প্রসঙ্গে বলেন, 'আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ' অর্থাৎ আপ্তব্যক্তির উপদেশ বা বাক্যকে শব্দ প্রমাণ বলে। কোন পদার্থের যথার্থ জ্ঞান অর্জন করেছেন এমন ব্যক্তি (সাক্ষাৎকৃতধর্মা) বা কোন বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যদি সেই তত্ত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে উপদেশ বা যথার্থ বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহলে তাঁকে আপ্ত বলা হয়। এই প্রকার আপ্তপুরুষ কোন বাক্য উচ্চারণ করলে শ্রোতার একপ্রকার জ্ঞান হয়, তাই শাব্দজ্ঞান বা শাব্দবোধ।

নব্য নৈয়ায়িক অন্নংভট্ট এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘আপ্তবাক্যং শব্দঃ। আপ্তস্তু যথার্থ বক্তা’। অর্থাৎ আপ্ত ব্যক্তির মুখ নিঃসৃত বাক্যকে শব্দ প্রমাণ বলে। যিনি বাক্যের যথার্থ অর্থ জানেন এবং সেভাবে বাক্য প্রয়োগ করেন তাকে ‘আপ্ত’ বলে। আপ্তব্যক্তিকে সাধারণতঃ চারটি দোষ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। এই চারটি দোষ হল - ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব। ভ্রম হল বস্তুকে যথাযথভাবে না জানা কিংবা বিপরীতভাবে জানা। প্রমাদ হল অসাবধানতা। বিপ্রলিপ্সা হল শ্রোতাকে বঞ্চনা করার মানসিকতা এবং সর্বশেষে করণাপাটব বলতে ইন্দ্রিয়ের ত্রুটিপূর্ণতাকে বোঝায়। এই চারটি দোষ যার নাই তিনি আপ্ত। থাকলে অনাপ্ত।

ন্যায়মতে বাক্য হল পদসমষ্টি (বাক্যং পদসমূহঃ)। যেমন গরুটি আন, ঘোড়াটি বন্ধন কর ইত্যাদি। প্রথম বাক্যটি গরু ও আন এই দুটি পদের দ্বারা গঠিত। আর দ্বিতীয় বাক্যটি ঘোড়া, বন্ধন ও কর এই পদগুলির সমন্বয়ে গঠিত। যা শক্তিবিশিষ্ট তাকে ন্যায় দর্শনে পদ বলা হয়েছে (শক্তং পদম্)। আবার শক্তি হল পদ ও তার অর্থ বা পদার্থের সম্বন্ধ যা ঐ পদার্থের স্মরণের সহায়ক(অর্থ-স্মৃত্যনুকূল পদপদার্থ সম্বন্ধঃ শক্তিঃ)। ন্যায়মতে একটি পদ যে অর্থ বা পদার্থকে বোঝায়, তার সাথে ঐ পদের একটি সম্বন্ধ আছে। তাই একটি পদ একটি বিশেষ পদার্থকে বোঝায়, যে কোন পদার্থকে বোঝায় না। কিন্তু পদ ও পদার্থের এই সম্বন্ধকেই শক্তি বলে না। একটি পদ শুনলে যখন শ্রোতা একটি পদার্থকে বোঝে, তখন তার পদ-পদার্থের সম্বন্ধের জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানের দ্বারাই সেই ব্যক্তি পদ নির্দেশিত পদার্থকে বোঝে অর্থাৎ পদ-পদার্থের সম্বন্ধের জ্ঞান থাকার ফলেই কোন ব্যক্তি ‘ঘট’ শব্দটি শুনলে ঘট পদার্থকে স্মরণ করে এবং তার ঘট পদার্থের জ্ঞান হয়। আর একেই বলে শাব্দবোধ।

ন্যায়সূত্রকারের মতে আপ্তবাক্যই শব্দ প্রমাণ, কারণ আপ্তবাক্য জ্ঞায়মান হয়ে যথার্থ শাব্দবোধের করণ হয়। কিন্তু পরবর্তী নৈয়ায়িকগণ বলেন, বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহের জ্ঞানই যথার্থ শাব্দবোধের করণ এবং এরজন্য সেই সকল পদার্থের স্মরণাত্মক জ্ঞান ঐ শাব্দবোধের ব্যাপার।। সুতরাং পদসমূহের জ্ঞানই শব্দ প্রমাণ।

মহর্ষি গৌতমের মতে, শব্দ প্রমাণ দুই প্রকার - দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ। এই দুই প্রকার আপ্তবাক্যকে ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার বাৎসায়ন বৈদিক বাক্য বা ঋষিবাক্য ও লৌকিক বাক্য বলে অভিহিত করেছেন। ঋষিবাক্য ভিন্ন আর সকল বাক্যই লৌকিক বাক্য। বৈদিক বাক্য মাত্রই প্রমাণ, যেহেতু সকল বৈদিক বাক্য ঈশ্বরের বাক্য। যে সকল লৌকিক বাক্য আপ্ত পুরুষের বাক্য, তা শব্দ প্রমাণ। বাকি সকল লৌকিক বাক্য অপ্রমাণ।

লৌকিক আপ্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টার্থ শব্দকে শব্দ প্রমাণ বলে সকলেই স্বীকার করেন, কারণ তার দ্বারা লৌকিক ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়। নাস্তিকেরা কেবল দৃষ্টার্থ আপ্তবাক্যকেই শব্দ প্রমাণ বলেন। কিন্তু ন্যায়সূত্রকার বলেন, অদৃষ্টার্থ বেদাদি শাস্ত্ররূপ বাক্যও শব্দ প্রমাণ। যে আপ্তবাক্যের প্রতিপাদ্য অর্থ ইহলোকে অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা বোঝা যায় না, পরলোকে প্রতীত হয়, তাই অদৃষ্টার্থ শব্দ প্রমাণ। স্বর্গাদি পদার্থের প্রতিপাদক বৈদিকবাক্য অদৃষ্টার্থক আপ্তবাক্য। যেমন বেদে বলা হয়েছে - 'স্বর্গকামো অশ্বমেধেন যজেত' - অর্থাৎ অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গফল লাভ করা যায়। কিন্তু ইহলোকে অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞ যে স্বর্গফলের হেতু তা জানা যায় না। তাই ন্যায়মতে এরকম অতীন্দ্রিয় সকল বিষয়ে বেদাদি শাস্ত্রই প্রমাণ।

ন্যায়দার্শনিকগণ বিভিন্ন যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন যে, বেদ ঈশ্বরের বাক্য। ঈশ্বরই বেদের আদি বক্তা। নৈয়ায়িকগণ শব্দের নিত্যত্ব বিষয়ে মীমাংসক মত খণ্ডন করে বলেন যে শব্দ অনিত্য। তাই তাঁরা বলেন বেদ শব্দ সমষ্টি বলে অনিত্য। বেদ পৌরুষেয়। অর্থাৎ বেদ আপ্তপুরুষ প্রণীত। আপ্তপুরুষের প্রামাণ্যবশতই বেদ প্রমাণ বলে স্বীকৃত।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ